দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 18 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৪৭

জরিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সন্ত্রাস, সেশনজট ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে

এএইচএম আমিনুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

তাঁদের নিজস্ব কন্ট্রাক্টর আছে, মস্তান বাহিনী আছে, সংগঠনের তৎপরতা আছে। কাজ তাঁরা পেয়ে যান। কর্তৃপক্ষ তাদের হাতের পুতুল। বেতন ছাড়াও তাঁদের রোজগার অনেক। প্রধানত তাঁরাই বিভিন্ন সময়ে মস্তান-সন্ত্রাসীদের লালন-পালন ও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ট্রান্সপোর্ট পুল হচ্ছে সন্ত্রাসীদের সরবরাহ লাইন।

রাজনৈতিক দল ও তাদের অঙ্গ-সংগঠনগুলো মস্তান-সন্ত্রাসীদের মদদ ও রসদ যোগায় এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করে। চর দখলের মতো হলের সীট দখলকেও কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে থাকে। হলের প্রভোস্ট ও হাউস-টিউটরগণ তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না অথবা করতে পারেন না বলেও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। কখনও কখনও হলের আবাসিক শিক্ষক অথবা প্রভোস্ট হলে থাকেন না, অন্যত্র বসবাস করেন। তাঁরা নিয়মিত হলে আসেন না। ছাত্রছাত্রীদের চিনতে পারেন না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা হলো— কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, আলসেমী, অমনোযোগিতার জন্য ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস হয়। মেধাভিত্তিতে সীট বন্টন ও বরাদ্দপ্রাপ্তদের কক্ষে অবস্থান নিশ্চিত করা আজকাল যেন আর হল-প্রশাসনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। অস্ত্রধারীদের অন্যরা ভয়ে সম্মান করে, সমীহ করে চলে। ডাইনিং হল, কেন্টিন, হলের অফিস, বিভাগীয় অফিস, এমনকি, উপাচার্যের অফিস সর্বত্র তাদের পৃথক মর্যাদা। অস্ত্রধারীদের শৃঙ্খলাও কম নয়। প্রত্যেকটা হল যেন একেকটা মিনি ক্যান্টনমেন্ট। পালাক্রমে ছাদে ও গেটে পাহারার ব্যবস্থা আছে। আর আছে যোগাযোগের তৎপরতা। পুলিশ রেইড অথবা প্রতিপক্ষের আগমনের খবর মুহূর্তের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে যায়।

ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি প্রসঙ্গে

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জবাবগুলোকে তাদের আরোপিত গুরুত্ব অনুযায়ী নিম্নোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে শতকরা হিসাবে তাদের বন্টন দেখুন।